প্রথম আলো

তারিখ JUL 14 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের আবার সংঘর্ষ

শতাধিক আহত, তদন্ত কমিটি গঠন, তিন দিন ক্লাস বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সোমবার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। সাড়ে ৩ ঘণ্টার এই সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত হয়েছেন শতাধিক। কর্তৃপক্ষ আরও সংঘর্ষের আশঙ্কায় আজ থেকে তিন দিন সব ধরনের ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করেছে। ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত রোববারের সংঘর্ষের পর ছাত্রশিবিরের কর্মীরা গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে 'ছাত্রশিবির জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে জড়ো হতে চাইলে প্রথমে ছাত্রলীগ এবং পরে ছাত্রদল মিলে শিবিরকে ধাওয়া করে। শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া। মুহূর্তের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২৫ থেকে ৩০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে ও লাঠিপেটা করে। এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রধান সড়কেও ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় সব ধরনের যান চলাচল।

আগের দিন ক্ষমতাসীন বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ হামলা করে ছাত্রশিবিরকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। শাসক জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির গতকাল সংগঠিত হয়ে ক্যাম্পাসে ফেরার চেষ্টা করছিল।

গতকালের সংঘর্ষের পর ছাত্রশিবিরের ২৮ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্রলীগের ২৫ থেকে ৩০ জন আহত হন। তাদের ধানমন্ডির দুটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্রদলের আহত আটজনকে দুটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। আহত আরও ৩০-৪০ জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন বলে সংগঠনগুলো জানিয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের পেট্রোল ইন্সপেক্টর মোবারক হোসেনসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। মোবারক হোসেন মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম সিরাজুল ইসলাম খান প্রথম আলোকে বলেন, 'পুলিশ যদি সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ হয়, নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তাহলে তো তাদের আর দরকারই হয় না।' তিনি বেলা ৩টার পর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে এবং এরপর সব বিভাগের শিক্ষক ও পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ঘটনার সূত্রপাত : প্রত্যক্ষদর্শী, ছাত্র সংগঠনের নেতারা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, রোববারের সংঘর্ষের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল শিক্ষার্থীদের এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

শিবিরের সঙ্গে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের আবার সংঘর্ষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করানোর উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও সাড়ে ১০টার দিকে হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতা অভিযোগ করেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র দেখা হলেও ছাত্রশিবিরের বহিরাগত ক্যাডাররা ব্যাগে ইট-ককটেল ও লাঠি নিয়ে কোনো বাধা ছাড়াই ক্যাম্পাসে ঢুকেছে।

তবে পরিচয়পত্র যারা দেখছিলেন, তাদের একজন সহকারী অধ্যাপক নূরুল আলম এ অভিযোগ অস্বীকার করে প্রথম আলোকে বলেন, 'এখানে আমার তো কোনো ইন্টারেস্ট নেই। উপাচার্যের নির্দেশে আমরা পরিচয়পত্র দেখছি। কিন্তু প্রক্রিয়াটি জটিল হয়ে পড়ায় বন্ধ করে দিয়েছি।'

বেলা পৌনে ১১টার দিকে ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রবেশমুখে 'ছাত্রশিবির জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে হাততালি দেয়। এ সময় ভেতর থেকে পুলিশ কয়েকজন শিবির নেতাকে বের করার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান নেওয়া শতাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ধর ধর বলে শিবিরকে ধাওয়া করেন। শিবিরও পাল্টা ধাওয়া করে। দুই পক্ষের মধ্যে বৃষ্টির মতো ইটের খোয়া নিক্ষেপ চলে। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এ সময় শিবিরকে ধাওয়া করতে এগিয়ে আসেন। শিবির বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের কক্ষ লক্ষ্য করেও ব্যাপক ইটপাটকেল ছোড়ে। তখন সেখানে ছয় থেকে সাতজন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তারা লোহার গেট আটকে দেন। অপরদিকে এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদলও যোগ দেয় শিবির হটাও আন্দোলনে।

ঘটনার পরপর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসব সমাবেশে শিবিরমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়।

জগন্নাথ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি এ বি এম পারভেজ রেজা শিবিরের নাম উল্লেখ না করে প্রথম আলোকে বলেন, বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করেছে। জগন্নাথের ছাত্রদল কোনো বহিরাগত সন্ত্রাসীকে মেনে নেবে না। শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় ছাত্রদলের এ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

ছাত্রদলের এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন ছাত্রশিবিরের নেতারা। সংঘর্ষে আহত শিবির নেতা সাব্বির আহম্মদ বলেন, 'ছাত্রদলের মোহাম্মদ দাবি করেন? তিনিই তো বহিরাগত।'

জগন্নাথ ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন বলেন, 'রোববার স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদীদের প্রতিহত করেছি। গতকালও বিতাড়িত করেছি। ভবিষ্যতেও করব। এই ক্যাম্পাসে শিবিরের কোনো স্থান নেই।'

তদন্ত কমিটি : সংঘর্ষের ঘটনায় সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ট্রেজারার অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিকী কমিটির প্রধান। আগামী ১০ দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

গুরুতর আহত : আহত শিবির নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসার সালাউদ্দিন আশরাফী, হারুনার রশিদ, আবু হাসান রাসেল, ইয়াসিন মিজানুর রহমান ও মনিম খানের অবস্থা গুরুতর।

ছাত্রলীগের আহতদের মধ্যে ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের মোহাম্মদ হাসান, ব্যবস্থাপনা শেষ বর্ষের মোহাম্মদ কাশেম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষের আরিফ ও আইয়ুব, অমিত রায়, ফরহাদ ও গোবিন্দর অবস্থা গুরুতর। ছাত্রদলের আহতদের নাম জানা যায়নি।